আল-কুরআনুল কারীম

বাংলা অনুবাদ

[উপর-নিচ]

অনুবাদ

মাসঊদুর রহমান নুর

সম্পাদনা

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

সবুজপত্র

আল-কুরআনুল কারীম

বাংলা অনুবাদ (উপর-নিচ)

SP-ID- 66-24

প্রকাশক: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'র পক্ষে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
বিক্রয়কেন্দ্র: ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭। মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৯০-৯৪।
www.sobujpatro.com, fb.com/sobujpatrobd

স্বত্ব: সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০২৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন

ইনার অলংকরণ: মিয়াদুর রহমান সোহাগ

মূল্য: **১,১৮০** (এক হাজার একশত আশি) টাকা মাত্র

الْقُرْآنُ الْكَرِيْم (مترجم باللغة البنغالية)

مترجم باللغة البنغالية: مسعود الرحمن نور

مراجعة الترجمة: حافظ محمود الحسن المدني

الناشر: مكتبة سبوز بترو، داكا، بنغلاديش

AL-QURANUL KAREEM (Translation into Bangla) Up-Down
Translated into Bangla by Masudur Rahman Noor
Translation Edited by Hafej Mahmudul Hasan Madani
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: BDT **1,180** (One Thousand One Hundred Eighty) only.

ISBN 978-984-98776-2-2

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোনো শরীক নেই। স্বীয় সত্তা, নাম ও গুণাবলিতে যিনি একক, অদ্বিতীয়। যাবতীয় উপাসনা ও ইবাদাত প্রাপ্তির অধিকারীও শুধুই তিনি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক খাতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর।

আল-কুরআনুল কারীমের এই বাংলা অনুবাদখানি আমাদের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল। আমরা জানি যে, বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ অপ্রতুল নয়। শ্রদ্ধেয় স্কলারদের একক ও যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত বিভিন্ন সংস্করণের মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আল-কুরআনের জ্ঞান আহরণ করছেন, এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

কুরআনের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইসলামিক স্কলারদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। 'অনুবাদকের কথা' থেকে অত্র অনুবাদের ধরন সম্পর্কে সুধী পাঠক সম্যক ধারণা পাবেন, ইনশাআল্লাহ। তবে এতটুকু কথা বলে রাখা ভালো যে, কুরআনের অনুবাদ পাঠ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যথাসম্ভব বিচার-বিবেচনা কাজে লাগাতে হবে। কারণ, এই মহতী দায়িত্ব গ্রহণকারীর ইল্মী সক্ষমতা ও আমানতদারিতা, দায়িত্ববোধ, আক্বীদা'র বিশুদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছোট-খাটো ত্রুটির জন্যও বড় রকমের অসুবিধা হয়ে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় অনুবাদক জনাব মাসউদুর রহমান নূর কর্তৃক 'রিয়াদুস সালেহীন'সহ আরবী ভাষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের অনুবাদ ইতঃমধ্যে পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন এবং বিজ্ঞজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনুল কারীমের এই অনুবাদখানিও সুখপাঠ্য এবং সমাদৃত হবে, ইনশাআল্লাহ। এই অনুবাদকর্মের সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী হাফেযাহুল্লাহ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যার দক্ষতা ও প্রজ্ঞা সুবিদিত।

অত্র অনুবাদের সাথে আয়াতে কারীমায় স্বচ্ছ-সুন্দর একটি ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশে 'কোলকাতা' ও 'লক্ষ্ণৌ' নামে প্রচলিত ছাপা থেকে এটি আলাদা। আশা করি, এই ফন্ট সর্বসাধারণের জন্য সহজপাঠ্য হবে, ইনশাআল্লাহ!

অনুবাদ-গ্রন্থখানি চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে আরো যাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, তারা হলেন- বাংলাবাজারস্থ আলবাব পাবলিকেশন্স'র স্বত্বাধিকারী প্রিয় ভাই জনাব মোহাম্মদ হাসান, একান্ত প্রিয় মোত্তালিব হোসেন, পরীক্ষিত সুহৃদ হাফেয আবু ইউসুফ, জনাব আব্দুল মতিন প্রমুখ। কম্পিউটার কম্পোজ ও সেটআপ করেছেন দীর্ঘ দিনের সহকর্মী স্নেহের মাকসুদুল আলম সরকার।

আমরা মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি তার মহিমান্বিত কালামের খেদমতে আমাদেরকে শামিল করেছেন। মহান মনীবের দরবারে ফরিয়াদ, "হে আল্লাহ! আপনি মেহেরবানী করে আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজটুকু কবুল করুন। পাঠকবৃন্দকে এর থেকে কল্যাণ লাভের সুযোগ দিন। আমাদের নিয়তে পূর্ণ ইখলাস দান করুন এবং নেক কাজে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। এ কাজগুলোকে আখিরাতের কঠিন মুসিবতের সময় আমাদের জন্য নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন।" আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
helalrk@gmail.com

সম্পাদক ও অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরসীতা গ্রামের পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফেয তরীকুল্লাহ, মাতার নাম শাহজাদী বেগম। একাডেমিক ক্লাসের পাশাপাশি কুরআনুল কারীমের হিফয সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ মাসরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে- দ্বিতীয়, প্রথম, প্রথম ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে সৌদি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা মোনাওয়ারায় ভর্তি হন এবং 'তাফসীর ও উলুমুল কুরআন' বিভাগ থেকে লিসান্স (অনার্স) ও মাস্টার্স-এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে দেশে ফিরে নরসিংদী'র জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যবধি একই মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সৌদি আরবের রিলিজিয়াস এটাচের অধীনে বাংলাদেশে 'দাঈ' হিসেবে নিযুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন অনলাইন চ্যানেলে ইসলামী অনুষ্ঠানমালায় আলোচক ও বিচারক হিসেবে অংশ নিয়ে থাকেন। তাঁর রচিত-অনুদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন' (অনুবাদ), 'হে আহলে সুন্নাহর অনুসারীগণ! সতর্কতা গ্রহণ করুন' (অনুবাদ), 'সহজ তাওহীদ' (অনুবাদ), 'হাফেযে কুরআনের মর্যাদা, গুণাবলি ও দায়িত্ব-কর্তব্য', 'সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা', 'ইবাদাতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আত', 'শির্কের ভয়াবহতা, বিদআত ও উহার মন্দ প্রভাবসমূহ', 'একশত দশটি ফযীলত-সহ সূরাতুল কাহ্ফের তাফসীর' (অনুবাদ, প্রকাশিতব্য)। তার সহধর্মিনীর নাম রোকেয়া বেগম। তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক।

মাসঊদুর রহমান নূর

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরসীতা গ্রামে নিজ বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী, মাতার নাম রোকেয়া বেগম। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা (নরসিংদী) থেকে ২০০৩ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দাখিল পরীক্ষার আগে-পরে কুরআন কারীমের হিফ্য সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সালে সৌদি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়া অনুষদে অনার্স (লিসান্স) কোর্সে ভর্তি হন এবং ২০১০ সালে এমফিল গবেষণায় নিযুক্ত হন। একই সাথে নিজ বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেন। তার গবেষণার বিষয় 'তাহক্বীক্ব: হাক্বায়েক্বুল মানজুমাহ্ আন-নাসাফিয়্যাহ্'। আরবী থেকে বাংলায় তার অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'রিয়াদুস সালেহীন' [তাহক্বীক্ব-তাখরীজ-সহ], 'আদর্শ মুসলিম', 'আদর্শ মুসলিম নারী', 'মহিলা মাসাইল' ও 'সহজ তাওহীদ'। বর্তমানে ইলমে দীনের উপর রচিত গুরুত্বপূর্ণ আরো বেশকিছু গ্রন্থের অনুবাদকর্মে তিনি নিয়োজিত আছেন।

***

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম পেশ করছি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন এবং মানুষের নিকট তা যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। সাথে সাথে মাগফিরাত কামনা করছি তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল উম্মতের জন্য।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কথা। জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে এটি তিনি তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর উপর নাযিল করেছেন। কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত মহা পবিত্র গ্রন্থ; একমাত্র পবিত্ররা ছাড়া আর কেউ যা স্পর্শ করতে পারে না। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত, তাদের হেদায়াতের দিশারী, মুক্তির আলোকবর্তিকা, জীবনচলার পাথেয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোধা এবং পুণ্যার্জনের পথ। এই কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ্ কাউকে সম্মানিত করেন, আবার কাউকে করেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আসমান ও জমিনে এর চেয়ে শুদ্ধতম আর কোনো গ্রন্থ নেই। কোনো দিক থেকেই বাতিল একে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এটি সম্মানিত ও বিজ্ঞানময়। মিল্লাতে ইবরাহীম ও উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এটি জীবনবিধান, হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী, বুরহান, নূর এবং শিফা।

কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু এটি নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। কুরআন বোঝা, একে উপলব্ধি করা এবং জীবনচলার পথে একে অনুসরণ করা সবার জন্যই জরুরি। দেশ-জাতি ও ভাষার ভিন্নতা এর অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। মুসলিমদেরকে কুরআন পড়তেই হবে, বুঝতেই হবে, মানতেই হবে। কারণ এটিই তাদের দীন। তাদের শরী'আত ও মানহাজ। আর এ জন্যই মহান রব তাঁর এ মহা পবিত্র গ্রন্থটিকে সহজ করে নাযিল করেছেন। বার বার বলে দিয়েছেন, 'আমি কুরআনকে সহজ বানিয়েছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো।' কঠোর ধমকি ও সতর্কবাণী দিয়ে রেখেছেন তাদেরকে; যারা কুরআন নিয়ে ভাবে না, চিন্তা-গবেষণা করে না। যেহেতু সব ভাষার সকল মানুষের পক্ষে আরবীকে যথাযথ ভাবে আয়ত্ত করে কুরআন বোঝা সম্ভব নয়, সেহেতু আল্লাহ্ সকল ভাষাভাষীদের জন্য তাদের স্ব স্ব ভাষায় এটি অনূদিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বস্তুত, এটিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সুন্নত। এভাবেই তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য হেদায়াত লাভের পথ সুগম করে দেন।

কোনো বক্তব্য বা কথাকে ভাষান্তর করা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া এমনিতেই কঠিন কাজ। কারণ, উদ্ধৃত কথা বা বক্তব্যটুকু সামনে থাকলেও এর পেছনে মূল কথক বা বক্তার অন্তর্গত ভাবনা, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য কিংবা অভিব্যক্তি সব সময় তাতে ফুটে উঠে না। ফলে অনুবাদকের জন্য সেগুলোকে অনুধাবন করে নিয়ে অনূদিত ভাষায়ও তা ধরে রাখা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মনুষ্য রচিত কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই যদি এমন হয়, তাহলে মহান আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো বহু গুণ কঠিন হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। কুরআনের মূল ভাষ্যের মধ্যে যে পূর্ণতা, শব্দশৈলী ও বাক্য গঠনে যে অপার্থিব সৌন্দর্য, উপমা কিংবা উপদেশ প্রদানের যে অচিন্তনীয় কারুকার্য; এসবের সাথে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। কারো পক্ষেই এ দাবি করা সম্ভব নয় যে, সে কুরআনের সমুদয় অর্থ-উদ্দেশ্য-হিকমত পূর্ণভাবে অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং অন্য কোনো ভাষায়, অন্য শব্দমালা ব্যবহার করে সে আল্লাহর বাণীকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। এতদসত্ত্বেও; যেহেতু কুরআনকে বুঝতে হবে, মানতে হবে, এর হুকুম-আহকাম উপলব্ধি করে তা সবার নিকট পৌঁছে দিতে হবে– এ তাগিদে যুগ যুগ ধরে মনীষীগণ কুরআনের তরজমা ও তাফসীর করে আসছেন। বিভিন্ন ভাষার মানুষদের থেকে আল্লাহ্ ঠিকই কাউকে না কাউকে কুরআনের ভাষান্তরের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। তাদের প্রতি দয়া করেছেন। তাদেরকে এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দিয়েছেন। ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ।

সূরা নির্দেশিকাসহ পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র

নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা	পৃষ্ঠা
১	আল-ফাতিহা	ٱلْفَاتِحَة	মাক্কী	৭	১	১	২৭
২	আল-বাক্বারাহ	ٱلْبَقَرَة	মাদানী	২৮৬	৪০	১-৩	২৮
৩	আলে ইমরান	آلِ عِمْرَان	মাদানী	২০০	২০	৩-৪	৯৫
৪	আন-নিসা	ٱلنِّسَاء	মাদানী	১৭৬	২৪	৪-৬	১৩৪
৫	আল-মায়িদাহ	ٱلْمَائِدَة	মাদানী	১২০	১৬	৬-৭	১৭৫
৬	আল-আন'আম	ٱلْأَنْعَام	মাক্কী	১৬৫	২০	৭-৮	২০৫
৭	আল-আ'রাফ	ٱلْأَعْرَاف	মাক্কী	২০৬	২৪	৮-৯	২৩৭
৮	আল-আনফাল	ٱلْأَنْفَال	মাদানী	৭৫	১০	৯-১০	২৭৪
৯	আত্-তাওবাহ	ٱلتَّوْبَة	মাদানী	১২৯	১৬	১০-১১	২৮৮
১০	ইউনুস	يُونُس	মাক্কী	১০৯	১১	১১	৩১৭
১১	হূদ	هُود	মাক্কী	১২৩	১০	১১-১২	৩৩৬
১২	ইউসুফ	يُوسُف	মাক্কী	১১১	১২	১২-১৩	৩৫৬
১৩	আর-রা'দ	ٱلرَّعْد	মাদানী	৪৩	৬	১৩	৩৭৪
১৪	ইবরাহীম	إِبْرَاهِيم	মাক্কী	৫২	৭	১৩	৩৮৩
১৫	আল-হিজর	ٱلْحِجْر	মাক্কী	৯৯	৬	১৩-১৪	৩৯২
১৬	আন-নাহল	ٱلنَّحْل	মাক্কী	১২৮	১৬	১৪	৪০০
১৭	বনী ইসরাঈল	بَنِيٓ إِسْرَآءِيل	মাক্কী	১১১	১২	১৫	৪২১
১৮	আল-কাহফ	ٱلْكَهْف	মাক্কী	১১০	১২	১৫-১৬	৪৩৭
১৯	মারইয়াম	مَرْيَم	মাক্কী	৯৮	৬	১৬	৪৫৩
২০	ত্বা-হা	طٰهٰ	মাক্কী	১৩৫	৮	১৬	৪৬৩
২১	আল-আম্বিয়া	ٱلْأَنْبِيَاء	মাক্কী	১১২	৭	১৭	৪৭৭
২২	আল-হাজ্জ	ٱلْحَجّ	মাদানী	৭৮	১০	১৭	৪৯০
২৩	আল-মু'মিনূন	ٱلْمُؤْمِنُون	মাক্কী	১১৮	৬	১৮	৫০৫
২৪	আন-নূর	ٱلنُّور	মাদানী	৬৪	৯	১৮	৫১৬
২৫	আল-ফুরক্বান	ٱلْفُرْقَان	মাক্কী	৭৭	৬	১৮-১৯	৫৩০
২৬	আশ-শু'আরা	ٱلشُّعَرَاء	মাক্কী	২২৭	১১	১৯	৪৩৯
২৭	আন-নাম্ল	ٱلنَّمْل	মাক্কী	৯৩	৭	১৯-২০	৫৫৩
২৮	আল-ক্বাসাস	ٱلْقَصَص	মাক্কী	৮৮	৯	২০	৫৬৫

নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা	পৃষ্ঠা
৮৯	আল-ফাজর	اَلْفَجْرِ	মাক্কী	৩০	১	৩০	৮৬০
৯০	আল-বালাদ	اَلْبَلَدِ	মাক্কী	২০	১	৩০	৮৬২
৯১	আশ-শামস	اَلشَّمْسِ	মাক্কী	১৫	১	৩০	৮৬৩
৯২	আল-লাইল	اَلَّيْلِ	মাক্কী	২১	১	৩০	৮৬৪
৯৩	আদ্ব-দোহা	اَلضُّحٰى	মাক্কী	১১	১	৩০	৮৬৫
৯৪	আলাম নাশরাহ	اَلَمْ نَشْرَحْ/ اَلْاِنْشِرَاحْ	মাক্কী	৮	১	৩০	৮৬৫
৯৫	আত্-তীন	اَلتِّيْنِ	মাক্কী	৮	১	৩০	৮৬৬
৯৬	আল-'আলাক্ব	اَلْعَلَقِ	মাক্কী	১৯	১	৩০	৮৬৬
৯৭	আল-ক্বাদর	اَلْقَدْرِ	মাক্কী	৫	১	৩০	৮৬৭
৯৮	আল-বায়্যিনাহ	اَلْبَيِّنَةِ	মাদানী	৮	১	৩০	৮৬৮
৯৯	আয্-যিলযাল	اَلزَّلْزَالِ	মাদানী	৮	১	৩০	৮৬৯
১০০	আল-'আদিয়াত	اَلْعٰدِيٰتِ	মাক্কী	১১	১	৩০	৮৭০
১০১	আল-ক্বারিআহ	اَلْقَارِعَةِ	মাক্কী	১১	১	৩০	৮৭০
১০২	আত্-তাকাছুর	اَلتَّكَاثُرِ	মাক্কী	৮	১	৩০	৮৭১
১০৩	আল-'আসর	اَلْعَصْرِ	মাক্কী	৩	১	৩০	৮৭১
১০৪	আল-হুমাযাহ	اَلْهُمَزَةِ	মাক্কী	৯	১	৩০	৮৭২
১০৫	আল-ফীল	اَلْفِيْلِ	মাক্কী	৫	১	৩০	৮৭২
১০৬	কুরাইশ	قُرَيْشٍ	মাক্কী	৪	১	৩০	৮৭৩
১০৭	আল-মাউন	اَلْمَاعُوْنِ	মাক্কী	৭	১	৩০	৮৭৩
১০৮	আল-কাওছার	اَلْكَوْثَرِ	মাক্কী	৩	১	৩০	৮৭৪
১০৯	আল-কাফিরূন	اَلْكٰفِرُوْنَ	মাক্কী	৬	১	৩০	৮৭৪
১১০	আন্-নাসর	اَلنَّصْرِ	মাদানী	৩	১	৩০	৮৭৪
১১১	আল-লাহাব/তাব্বাত	اَللَّهَبِ/ اَلْمَسَدِ	মাক্কী	৫	১	৩০	৮৭৫
১১২	আল-ইখলাস	اَلْاِخْلَاصِ	মাক্কী	৪	১	৩০	৮৭৫
১১৩	আল-ফালাক্ব	اَلْفَلَقِ	মাক্কী	৫	১	৩০	৮৭৬
১১৪	আন-নাস	اَلنَّاسِ	মাক্কী	৬	১	৩০	৮৭৬

***

আল-কুরআনুল কারীমের
কতিপয় বিষয়-নির্দেশিকা

অহী: অহীর মাধ্যমে ছাড়া আল্লাহ্ কারো সাথে কথা বলেন না ৫:১১; ৮:১২; ২৮:৭; ৪২:৫১। পূর্ববর্তী নবীগণের মতোই মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে ৪:১৬৩। ৩৯:৬৫। কুরআন অহীর মাধ্যমেই এসেছে ৬:১৯; ১১:৪৯; ১৩:৩০; ১৮:২৭; ২৯:৪৫; ৪৩:৪৩। মুহাম্মদ (সা) অহীর বাইরে দীনের কোনো নির্দেশনা দেননি ৫৩:৪; ১০:১৫, ১০৯; ২০:১১৪; ৬:৫০, ১০৬; ১৮:১১০; ৩:৪৪; ১২: ১০২; ১১: ৪৯।

অর্থনৈতিক বিধিমালা: সম্পদের প্রকৃত মালিকানা: ২;২৮৪; ৭:১২৮; ৪২:১২; ৩০:২৮; মানুষ সম্পদের মালিক নয়; প্রতিনিধি: ৬:১৬৫; ৪৩:৩২; ১৭:৩০; ১৬:৭১; ৩৪:৩৯; ২:২৯; ১৪:৩২-৩৪; ৭:১০; ৫৬:৬৩-৬৪; সম্পদ দুই প্রকার: হালাল ও হারাম ৭:১৫৭; ২:২৭৫; ৪:২৯; ১১:৮৭; সম্পদ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ ৬২:১০; ৬৭:১৫; ২:২৯; ৭:১০, ৩২; ৫৬:৬৩-৬৪। হালাল (বৈধ) সম্পদ উপার্জনের তাকিদ ৫:৮৭-৮৮; ২:১৬৮; ৮:৬৯; ব্যবসা হালাল ২:২৭৫; ৪:২৯; সুদী উপার্জন নিষিদ্ধ ২:২৭৫; সম্পদ চুরি নিষিদ্ধ ৫:৩৮; আত্মসাৎ নিষিদ্ধ ৩:১৬১; ৪:২৯; জুয়া, ভাগ্যগণনা, লটারি ইত্যাদির উপার্জন নিষিদ্ধ ৫:৯০; প্রতারণা ও জবর দখল নিষিদ্ধ ২:১৮৮; এতিমের সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ৪:২, ১০; দেহ বিক্রয়ের উপার্জন নিষিদ্ধ ২৪:৩৩; ১৭:৩২; হারাম পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ ৫:৯০; ওজনে কম-বেশির মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ ৮৩:১-৩; ৮:৮৫; ১১:৮৪। ঘুষ ও অন্যায় উপার্জন নিষিদ্ধ ৫:৩৩; অপব্যয় নিষেধ ৬:১৪১; ৭:৩১; ধনৈশ্বর্যের অহমিকা নিষিদ্ধ ২৮:৫৮; ১০২:১-৩; ১০৪:১-৩; কৃপণতা নিষিদ্ধ ৩:১৮০; ৯:৩৪, ৭৬; ৯২:৮; ৪৭:৩৮; ৪:৩৭; ৫৭:২৪; অর্থব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ ১৭:২৯; ২৫: ৬৭; জনকল্যাণে অর্থদানের নির্দেশ ২৮:৭৭; ২:১৭৭; ৪:৩৬-৩৮; ৭৬:৮-৯; ৭০:২৪-২৫; ২:১৯৫, ২৫৪; ২:২৭২; ৩৫:২৯-৩০; অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে দানের নির্দেশ ২:১৯৫, ২৬১, ২৬২, ২৬৫; ৮:৬০; ৫৭:১০। উত্তম সম্পদ থেকে দানের নির্দেশ ২:২৬৭; ৩:৯২।

অপচয়-অপব্যয়: অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই ১৭:২৬-২৭। আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না ৭:৩১। অপচয়ে নিষেধাজ্ঞা ৬:১৪১। মিতব্যয়িতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ২৫:৬৭।

অহংকার: অহংকার ঈমানের পথে প্রতিবন্ধক ১৬:২২; ৪৬:১০; ১০:৭৫; ৭:১৪৬; আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না ১৬:২৩; কোনো সৃষ্টির পক্ষে অহংকার করার অধিকার নেই ৭:১৩; অহংকার ও অহংকারীর পরিণাম ৭:১৩, ৪০-৪১; ১৬:২৯; ৩৯:৭২; ৪০:৩৫, ৭৫-৭৬; ৪৬:২০; ৭৪:২৩-২৯; ৪:১৭৩; ৭:৩৬।

অভিবাদন: ইসলামী অভিবাদনের পদ্ধতি ৪:৮৬। জান্নাতীদের পারস্পরিক অভিবাদন ১০:১০; ১৩:২৪; ৩৩:৪৪। জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতাদের অভিবাদন ৩৯:৭৩।

অলি: মু'মিনদের অলি, অভিভাবক ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ ২:১০৭, ২৫৭; ৩:৬৮; ৯:১১৬; ২৯:২২; ৩২:৪; ৪২:৯,৩১; ৪৫:১৯; ৪:৪৫,১২৩; ৬:১৪,১২৭; ৭:৩,১৫৫; ৩৪:৪১; ৭:১৯৬; ১২:১০১; ২৫:১৮; কাফিরদের অলি শয়তান ও তাগুত ৭:২৭; ২:২৫৭; আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অলি বানানো যাবে না ৭:৩; ৪২:৬; ৪৬:৩২। মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের অলি বানানোতে নিষেধাজ্ঞা ৩:২৮; ৪:১৪৪; ৯:৭১। কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা পরস্পরের অলি ৯:৬৭।

অলি-আল্লাহ: অলি আল্লাহ কারা? ৯:৭১; ১০:৬২-৬৪;

অসিয়ত: অসিয়তের বিধান ২:১৮০-১৮২; অসিয়তের সময় সাক্ষী রাখা: ৫:১০৬-১০৮; মৃত্যুর সময় স্ত্রীর জন্য অসিয়ত: ২:২৪০;

অনুমতি প্রার্থনা: অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ২৪:২৭-২৯। নবীগৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ ৩৩:৫৩। কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে তিন সময় চাকর-বাকর এবং বাচ্চাদেরকেও অনুমতি প্রার্থনার বিধান ২৪:৫৮-৫৯।

আল্লাহ: 'আল্লাহ' শব্দটি কুরআনে তিন হাজার বারের বেশি এসেছে।

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ৩:১৮। আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন না ৫:১৭-১৮; ১৯:৮৮-৯২; ১১২:৩-৫। আল্লাহর গুণাবলি এবং মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহরাজি ৬:৯৫-১০৫; ১৩:২-৪; ১৪:৩২-৩৪; ১৬:৪-২১, ৭৮-৮৩; ৩০:১৭-৩০, ৪৬-৫৪। আল্লাহর জন্য যিক্‌রের পদ্ধতি ৭:২০৫। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবাই ও সবকিছু তাঁকে সাজদা করে: ১৬:৪৯-৫০; ১৭:৪৪। আল্লাহর গুণাবলি অসীম ১৮:১০৯। আল্লাহ্ এক ১১২:১-২। আল্লাহর একত্ববাদিতার যুক্তি ২৭:৫৯-৭৫। পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে ৩১:৩৪। মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন ৩১:২৭-৩৩; ৭৮:৬-১৬; ৫৬:৫৭-৯৬। আল্লাহর কোনো আত্মীয় এবং সমকক্ষ নেই ১১২:৩-৪। আল্লাহর কোনো উপমা নেই ৩০:২৭; ৪২:১১-১২। আল্লাহই ইহ্‌কাল এবং পরকালের একমাত্র মালিক ৫৩:২৫। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে ৭:১৮০-১৮১; ১৭:১১০। আল্লাহর সাথে শরীক করা ক্ষমাহীন অপরাধ ৪:১১৬।

আইউব (আ): আইউবের পরীক্ষা ৩৮:৪১-৪৪। বিপদ থেকে মুক্তি ২১:৮৩-৮৪।

আইকার অধিবাসী: ১৫:৭৮; ২৬:১৭৬; ৩৮:১৩; ৫০:১৪।

আইন ও বিচার: আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করার পরিণাম ৫:৪৪, ৪৫, ৪৮; ৭:৩; ৩৮:২৬। সুবিচার করার নির্দেশ ১৬:৯০; ৪:৫৮, ১৩৫; ১৭:৩৩। বিচারের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের দ্বারস্থ হবার নির্দেশ ৪:৫৯। বিচারের জন্য ত্বাগূতের দ্বারস্থ হওয়া কুফরী ৪:৬০।

আইন ও বিধানসমূহ: ২:১৬৮; ১৭২-১৭৩; ১৭৮-২০৩; ২১৯-২৪১; ২৭৫-২৮৩; ৩:২৮, ১০২-১০৫, ১১৮,১৩০, ১৩৫; ৪:২-২৫, ২৯-৩৫, ৪৩, ৫৮-৫৯, ৬৪-৬৫, ৮০, ৮৩, ৮৫-৮৬, ৮৯-৯৪, ১০১-১০৩, ১২৭-১৩০, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৭৬; ৫:১-৬, ৩২-৩৩, ৩৮, ৪২, ৪৮-৪৯, ৫১, ৮৭-৯০, ৯৫-৯৬, ১০৬-১০৮; ৬:১০৮, ১১৮-১২১, ১৪৫, ১৫১-১৫২; ৭:৩, ২৯, ৩১-৩৩, ৫৬, ৮৫-৮৬, ১৫৭, ২০৫; ৮:২০, ২৪, ৪৫-৪৭; ৯:১৭, ২৪, ৩৬, ১১৩, ১১৯, ১২২; ১০:৫৭, ৫৯, ৬১, ১০০, ১০৬; ১১:২, ৬, ৮৪-৮৬, ১১২-১১৪, ১১৭; ১৬:৯০-৯১, ৯৪-৯৫, ৯৮, ১১৪-১১৬, ১২৬; ১৭:২৩-৩৭, ৭৮, ১১০।

আদম (আ): আদম (আ)-এর ইতিহাস ২:৩০-৩৫; ৭:১১-২৫; ১৫:২৬-৪১; ১৭:৬১-৬৫। আদম মাটির সৃষ্টি ৩:৫৯; ৭:১২। আদম ও হাওয়াকে শয়তানের ধোঁকা ২:৩৬; ৭:২০-২২। আদমের ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষমালাভ ২:৩৭; ৭:২৩; ২০:১২২। জ্ঞানী আদম ২:৩১-৩৩। আদমের সাথে শয়তানের শত্রুতা ও সংঘাতের ইতিহাস ২:৩৪-৩৯; ৭:১১-২৫; ২০:১১৬-১২৩। আদমের পৃথিবীতে অবতরণের সময় আল্লাহর নির্দেশাবলি ২:৩৮-৩৯। আদমের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ ৭:১৭২।

আ'দ জাতি: নবীর দাওয়াত ও তাদের প্রত্যাখ্যান ৭:৬৪-৬৫; ২৩:৩১-৩৮; ২৬:১২৮-১৩৮। আ'দ জাতির ওপর আপতিত শাস্তি ১১:৫৮-৬০; ৪৬:২৪-২৫; ৫৪:২৮-২১।

আ'দন: ৯:৭২; ১৩:২৩; ১৬:৩১; ১৮:৩১; ১৯:৬১; ২০:৭৬; ৪০:৮; ৬১:১২।

আ'নকাবুত (মাকড়সার বাসা): ২৯:৪১।

আমল: জান্নাত লাভের শর্ত হলো ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ ২:২৫, ৮২, ২৭৭; ৩: ৫৭; ৪:৫৭, ১২২, ১৭৩; ৫:৯; ১০:৯; ১১:২৩; ১৩:২৯; ১৮:১০৭; ২২:১৪, ২৩, ৫০, ৫৬; ২৯:৯, ৫৮; ৩০:১৫; ৩১:৮; ৩২:১৯; ৪১:৮; ৪২:২২; ৪৫:৩০; ৪৭:১২; ৮৫:১১; ৯৮:৭। ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আমলে সালেহ ১০৩:৩। আমলে সালেহ্ আলোকিত জীবন লাভের উপায় ৬৫:১১। আমলে সালেহ্ ক্ষমা লাভের শর্ত ৪৮:২৯। ২৯:৭। আমলে সালেহ্ করলে আল্লাহ রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেন ২৪:৫৫। যারা আমলে সালেহ্ করে তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় ৩৮:২৮। আমল ওজন করা হবে ৭:৮-৯; ১৮:১০৫; ২১:৪৭; ২৩:১০২-১০৩; ১০১:৬-৯।

আমলনামা: আমলনামা কেমন রেকর্ড ১৮:৪৯। আমলনামা সত্য ও বাস্তব রেকর্ড ২৩:৬২। অণু পরিমাণ আমলও সামনে আনা হবে ৯৯:৭-৮। আমলনামা সত্য কথা বলবে ৪৫:২৯। ডান হাতে আমলনামা যারা পাবে ৬৯:১৯-২৪; ৮৪:৭-৯। যারা বাম হাতে পাবে ৬৯:২৫-২৯; ৮৪:১০-১৪।

আরশ: মহান আরশের মালিক আল্লাহ্ ৯:১২৯; ২১:২২; ২৩:৮৬-৮৭; ৪০:১৫; ৮৫:১৫। আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন ২৫:৫৯; ৭:৫৪; ১০:৩; ২০:৫; ৫৭:৪। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ ছিলো পানির উপর ১১:৭। কিয়ামাতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করবে ৬৯:১৭। আরশ বহনকারী ফিরিশতারা কেমন ৪০:৭।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

মাক্কী, আয়াত: ৭, রুকু': ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

[১] সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব-জাহানের রব।
[২] (যিনি) পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

[৩] (যিনি) প্রতিদান দিবসের (একচ্ছত্র) মালিক। [৪] আমরা একমাত্র
আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

[৫] আপনি আমাদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' তথা
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। [৬] তাদের পথ; যাদের প্রতি আপনি

عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

অনুগ্রহ করেছেন। [৭] তাদের পথ নয়; যাদের প্রতি আপনার
গযব পড়েছে, এবং তাদের পথও নয়; যারা পথভ্রষ্ট।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা আল-বাক্বারাহ

মাদানী, আয়াত: ২৮৬, রুকু': ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ

[১] আলিফ লাম মীম।[১]
[২] এটিই সেই কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।

فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

এটি মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ-প্রদর্শক।
[৩] যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে,

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি,
তা থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ

[৪] আর যারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যে কিতাব (আল-কুরআন)
নাযিল করা হয়েছে তার উপর এবং

قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

যা কিছু নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্ববর্তী (নবী)-দের প্রতি সেগুলোর উপর,
আর যারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;

১. আলিফ-লাম-মীম: এ ধরনের হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় 'হুরূফে মুক্বাত্তাআত' বলা হয়। উনত্রিশটি সূরার শুরুতে এ ধরনের হরফ রয়েছে, যেখানে মোট চৌদ্দটি আরবী বর্ণ রয়েছে। এগুলো মূলত কতগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা গঠিত এক-একটি বাক্য। এর অর্থ কী বা কী উদ্দেশ্যে সূরার শুরুতে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿৫﴾ إِنَّ الَّذِينَ

[৫] বস্তুত, এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এরাই হবে সফলকাম। [৬] নিশ্চয়ই যারা

كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿৬﴾ خَتَمَ

(এ বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনতে) অস্বীকার করে, তাদেরকে আপনি (পরকালের ব্যাপারে) সাবধান করুন আর না করুন, উভয়টাই তাদের জন্য সমান; তারা ঈমান আনবে না। [৭] (নিরন্তর কুফরীতে

اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ

ডুবে থাকার ফলে) আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়গুলোর উপর সিলমোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপরেও (নাফরমানির) আবরণ পড়ে গেছে। আর (পরকালে) তাদের জন্য

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿৭﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ع

রয়েছে মহাশাস্তি। [৮] মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি,

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿৮﴾ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ وقف لازم

কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। [৯] (মুখে ঈমানের দাবি করে) তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। (বাস্তবতা হলো) আসলে তারা তাদের

إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿৯﴾ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ

নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু সেটা তারা বুঝতেই পারছে না। [১০] তাদের অন্তরে (সন্দেহ ও কপটতার) যে ব্যাধি রয়েছে, আল্লাহ সেটিকে আরো

مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿১০﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا

বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যাচার করেছিল। [১১] যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা

تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿১১﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ

যমিনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।’ তারা বলে, ‘(কিসের অশান্তি!) বরং আমরাই তো কেবল সংশোধন করে যাচ্ছি।’ [১২] সাবধান! এরাই হচ্ছে প্রকৃত

الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿১২﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ

অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। [১৩] আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘অন্যসব লোকেরা যেভাবে (একনিষ্ঠতার সাথে) ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে

سُوْرَةُ يٰسٓ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইয়া-সীন

মাক্কী, আয়াত: ৮৩, রুকূ': ৫

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ

[১] ইয়া-সীন! [২] প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ! [৩] (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের একজন। [৪] সরল-সঠিক পথের উপর আপনি

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ

প্রতিষ্ঠিত আছেন। [৫] এ কুরআন প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত। [৬] (তিনি এটি নাযিল করেছেন) যাতে আপনি এমন একটি সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি।

فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

ফলে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে। [৭] আসলে, তাদের অধিকাংশের উপরেই (আল্লাহর আযাবের) সেই বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। কাজেই তারা (আর) ঈমান আনবে না।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

[৮] আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত (লম্বা) লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে (অর্থাৎ, তাদের মাথাগুলো খাড়া হয়ে আছে)।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا

[৯] আর আমি প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে। (এভাবে) তাদের দৃষ্টিকে আমি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। ফলে তারা

يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

কিছুই আর দেখতে পায় না। [১০] (এখন তাই) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না-করুন, তাদের জন্য উভয়টাই সমান; ঈমান আর তারা আনবে না।

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

[১১] আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারবেন, যে যিকর তথা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও পরম করুণাময়কে ভয় করে। সুতরাং, তাকে আপনি ক্ষমা ও

وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ

সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে দিন। [১২] নিশ্চয়ই আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি (তাদের আমলসমূহ) যা কিছু তারা সামনে পাঠায় ও যা কিছু পেছনে রেখে যায়।

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ

আর প্রত্যেকটা জিনিসই আমি এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। [১৩] (হে নবী!) আপনি দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদেরকে ঐ জনপদের

الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا

অধিবাসীদের কাহিনী বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিলেন। [১৪] (প্রথমে) আমি তাদের নিকট দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সে দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করার পর

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا

আমি তৃতীয় একজনকে পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করলাম। তাঁরা তাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমাদেরকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।' [১৫] (প্রত্যুত্তরে) তারা বলল, 'তোমরা তো

بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾

আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। দয়াময় আল্লাহ আসলে কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা শুধু শুধুই মিথ্যা বলছ।'

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

[১৬] রাসূলগণ বললেন, 'আমাদের রব জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' [১৭] 'আর সুস্পষ্টভাবে (তাঁর) বার্তা পৌঁছে দেয়াই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।'

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا

[১৮] জনপদের অধিবাসীরা তখন বলল, '(দেখো!) তোমাদেরকে আমরা আমাদের জন্য অলক্ষুণে মনে করছি। কাজেই তোমরা যদি বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ

শাস্তি নেমে আসবে।' [১৯] রাসূলগণ বললেন, 'তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের সাথে লেগেই আছে। এখন তোমরা এসব কথা কি এ জন্যই বলছ যে, তোমাদেরকে

قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ

উপদেশ দেয়া হচ্ছে? আসলেই তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়!' [২০] (এর মধ্যে) একটি লোক নগরীর দূরতম প্রান্ত থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

রাসূলদেরকে মেনে নাও।' [২১] তোমরা এমন মানুষদের কথা মেনে নাও, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চান না এবং তারা নিজেরা হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

এরা সকলেই ছিল অত্যন্ত যালেম, অতিশয় অবাধ্য; [৫৩] উল্টানো জনপদকে তিনিই (লূতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সময় উপর থেকে) নিক্ষেপ করেছিলেন; [৫৪] অতঃপর তাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছিল, যা আচ্ছাদিত করার; (উপর থেকে নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর পাথর-বৃষ্টি)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾

[৫৫] সুতরাং, তুমি তোমার রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে? [৫৬] (এই যে নবী) এই নবীও (কিংবা কুরআন) অতীতের সতর্ককারীদের মতোই একজন সতর্ককারী। [৫৭] যা নিকটে আসার, তা নিকটে এসে গেছে (অর্থাৎ, কিয়ামত আসন্ন)।

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾

[৫৮] (তবে) আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তা উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। [৫৯] তোমরা কি এসব কথায় বিস্ময় বোধ করছ?

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾ السجدة

[৬০] তোমরা হাসছ! অথচ, কাঁদছ না (তোমাদের তো কাঁদাই উচিত ছিল)! [৬১] আসলে তোমরা উদাসীন হয়ে আছো (অবহেলা করে এড়িয়ে যাচ্ছো)। [৬২] সুতরাং, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করো এবং তাঁরই ইবাদত করো। *(সিজদার আয়াত)*

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা আল-ক্বামার

মাক্কী, আয়াত: ৫৫, রুকূ': ৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

[১] কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং (এর একটি আলামত হিসেবে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। [২] (কিন্তু অবিশ্বাসীদের অবস্থা হলো) তারা কোনো (সুস্পষ্ট) নিদর্শন দেখলেও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত জাদু';

مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم

[৩] তারা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। আর প্রত্যেকটি বিষয়ই শেষ পর্যন্ত একটি স্থির পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়। [৪] তাদের কাছে তো এমন-সব সংবাদ এসে গেছে,

مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ

যাতে আছে (কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও সুস্পষ্ট) সতর্কবাণী। [৫] এটা (কুরআন) পরিপূর্ণ হেকমত; তদুপরি (সতর্ককারীদের) সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি। [৬] অতএব, (হে রাসূল!) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

যেদিন আহ্বানকারী (তাদেরকে) এক অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে; [৭] সেদিন তারা অপমান ও আতঙ্কে দৃষ্টি নিচু করে

الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿۷﴾ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ

বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর থেকে বের হয়ে আসবে। [৮] ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে থাকবে। কাফেররা বলবে,

هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿۸﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ

‘এ তো ভয়াবহ কঠিন দিন।’ [৯] তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও (তাদের রাসূলকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দার (নূহের) উপর এবং বলেছিল, ‘এ তো এক পাগল!’

وَّازْدُجِرَ ﴿۹﴾ فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿۱۰﴾ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ

আর তাঁকে হুমকি-ধমকিও দেয়া হয়েছিল। [১০] তখন তিনি তাঁর রবের কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিলেন, ‘আমি তো পরাভূত হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন (এবং এদের উপর প্রতিশোধ নিন)। [১১] অতঃপর আমি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির পানি দ্বারা (পানি বর্ষণের জন্য)

بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿۱۱﴾ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿۱۲﴾

আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম। [১২] একই সাথে জমিন থেকে উৎসারিত করে দিলাম (পানির) ফোয়ারাসমূহ। ফলে, পূর্বনির্ধারিত এক অনিবার্য লক্ষ্য পূরণের জন্য (আসমান ও জমিনের) সব পানি মিলে গেল।

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿۱۳﴾ تَجْرِیْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ

[১৩] তখন আমি নূহকে তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত এক নৌযানে আরোহণ করালাম; [১৪] যা আমার চোখের সামনেই (আমার তত্ত্বাবধানে) ভেসে চলছিল। এটা ছিল তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ, যার সাথে কুফরী করা হয়েছিল।

كُفِرَ ﴿۱۴﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿۱۵﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿۱۶﴾

[১৫] আর আমি সেটাকে একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি। অতএব, (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি? [১৬] (এবার ভেবে দেখুন,) তাহলে কেমন (ভয়াবহ) ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿۱۷﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ

[১৭] আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য; এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ কি আছে? [১৮] ‘আদ জাতিও (তাদের রাসূলকে) অবিশ্বাস করেছিল। (শুনে নিন, পরিণামে) কেমন ভয়াবহ ছিল

عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿۱۸﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِیْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿۱۹﴾

আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। [১৯] আমি তাদের উপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম এক নিরবচ্ছিন্ন অশুভ দিনে;

تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿۲۰﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿۲۱﴾

[২০] সে ঝড় মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিল, যেন (তারা) সমূলে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। [২১] (এবার তাহলে ভেবে দেখুন!) কেমন (ভয়াবহ) ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

(এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ কি আছে? [৫২] তারা যা কিছু করেছে, তা সবই (তাদের) আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে। [৫৩] প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই (তাতে) লিপিবদ্ধ আছে।

٣ ع ١٥ ١٠

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

[৫৪] নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে (জান্নাতের) বাগবাগিচা ও নহরসমূহের মধ্যে; [৫৫] যথাযোগ্য সম্মানের আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহাশক্তিধর সম্রাটের (আল্লাহর) সান্নিধ্যে।

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ — সূরা আর্-রাহমান

মাদানী, আয়াত: ৭৮, রুকূ': ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ اَلشَّمْسُ

[১] আর-রাহমান, (পরম করুণাময় আল্লাহ); [২] তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন আল-কুরআন; [৩] তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ; [৪] এবং তাকে ভাষা শিখিয়েছেন। [৫] (তাঁর নির্দেশেই) সূর্য

وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

ও চন্দ্র-একটি সুনির্ধারিত হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী আবর্তন করে। [৬] আর তৃণলতা (কিংবা নক্ষত্ররাজি) ও বৃক্ষ (তাঁকেই) সিজদা করে। [৭] তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন

الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

দাঁড়িপাল্লা; [৮] যাতে তোমরা ওজন বা পরিমাপের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করো। [৯] (অতএব) তোমরা ওজনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করো (অর্থাৎ, যথাযথভাবে ওজন করো) এবং

تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ

ওজন বা পরিমাপে কম দিও না। [১০] আর জমিন; তিনিই সৃষ্টিকুলের জন্য এটিকে স্থাপন করেছেন। [১১] এতে আছে সব রকমের ফলমূল ও খেজুর গাছ,

ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

যার ফল আবরণযুক্ত; [১২] আরো আছে খোসাবিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধি ফুল (বা লতাগুল্ম)। [১৩] অতএব, (হে জিন ও ইনসান!) তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে

تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ

অস্বীকার করবে? [১৪] তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে; [১৫] আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন

مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

ধূম্রবিহীন আগুনের শিখা থেকে। [১৬] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? [১৭] তিনিই দুই উদয়াচলের রব

وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

এবং দুই অস্তাচলেরও তিনিই রব; [১৮] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? [১৯] তিনি (লোনা ও মিঠা পানির) দুটো সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন,

يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

(দৃশ্যত) যারা পরস্পরের সাথে মিলে-মিশে যায়; [২০] কিন্তু তাদের উভয়ের মাঝে রয়েছে এমন এক (অদৃশ্য) অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। [২১] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ

[২২] উভয় সমুদ্র থেকেই বেরিয়ে আসে (উৎপন্ন হয়) মণি-মুক্তা ও প্রবাল; [২৩] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

[২৪] সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতসম নৌযানগুলো তাঁরই আজ্ঞাধীন; [২৫] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِاَيِّ

[২৬] জমিনের উপর যা কিছু আছে, তা সবই নশ্বর-ধ্বংসশীল; [২৭] একমাত্র যা অবশিষ্ট রয়ে যাবে (যা অবিনশ্বর); তা হলো আপনার মহিমাময়, চির সম্মানিত রবের মুখমণ্ডল (সত্তা); [২৮] অতএব, তোমরা

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ

উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? [২৯] আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে, সকলে তাঁরই সমীপে (সমুদয়) প্রার্থনা করে। প্রতিদিন (প্রতি মুহূর্তেই) তিনি নতুন মহিমায় বিরাজ করেন।

فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾

[৩০] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? [৩১] হে মানুষ ও জিন! (হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান দেয়ার জন্য) অচিরেই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব;

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ

[৩২] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? [৩৩] হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যদি

মাখরাজ (১৭টি)

আল-কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তার মধ্যে 'মাখরাজ' অন্যতম। মাখরাজ শব্দটি আরবী, যার বাংলা অর্থ- বের হওয়ার স্থান। সে অনুসারে, আরবী হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী ২৯টি হরফ মোট ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় বলে মাখরাজ ১৭টি। মূলত তিনটি স্থান- হলক্ব বা কণ্ঠনালী, মুখের গহ্বর ও ঠোঁট থেকেই সবগুলো আরবী হরফ উচ্চারিত হলেও কণ্ঠনালী বা মুখের ভেতরের বিভিন্ন অংশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন হরফ উচ্চারিত হওয়ায় মাখরাজ ১৭টি।

কোনো হরফকে সাকিন করে ডানে একটি হরকতযুক্ত আলিফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে সাকিনযুক্ত হরফটির আওয়াজ যে স্থানে এসে থেমে যায় বা শেষ হয়, তা হলো সে হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থান। যেমন- اَبْ; এখানে ب হরফের উচ্চারণ দুই ঠোঁটে এসে শেষ হয়েছে বা উচ্চরণ দুই ঠোঁটে থেমেছে। তাই ب বর্ণের মাখরাজ দুই ঠোঁট। নিচে ১৭টি মাখরাজ ও এর স্থানগুলো থেকে উচ্চারিত হরফগুলোর ছক আকারে দেয়া হলো-

মাখরাজ নাম্বার	উচ্চারণ স্থান ও হরফ
১ নাম্বার	কণ্ঠনালীর শুরু হতে- ء – ه
২ নাম্বার	কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে- ح - ع
৩ নাম্বার	কণ্ঠনালীর শেষ ভাগ হতে- خ - غ
৪ নাম্বার	জিহ্বার গোড়া, তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে- ق
৫ নাম্বার	জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে- ك
৬ নাম্বার	জিহ্বার মধ্যভাগ, তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে- ج - ش - ی
৭ নাম্বার	জিহ্বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে- ض
৮ নাম্বার	জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে- ل
৯ নাম্বার	জিহ্বার অগ্রভাগ, তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে- ن
১০ নাম্বার	জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে- ر
১১ নাম্বার	জিহ্বার অগ্রভাগ, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে- ط - د - ت
১২ নাম্বার	জিহ্বার অগ্রভাগ, সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে- ص - س - ز
১৩ নাম্বার	জিহ্বার অগ্রভাগ, সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে- ظ - ذ - ث
১৪ নাম্বার	নিচের ঠোঁটের পেট (ভেজা অংশ) সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে- ف
১৫ নাম্বার	দুই ঠোঁট হতে- و - ب - م (و উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট গোল হবে)
১৬ নাম্বার	মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের হরফ উচ্চারিত হয়। মাদ্দের হরফ ৩টি। ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযমযুক্ত ওয়াও এবং জেরের বাম পাশে জযমযুক্ত ইয়া। মাদ্দের হরফ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- بَا - بُوْ - بِيْ (অবশ্য তিন আলিফ এবং চার আলিফ মাদ্দও আছে। তবে সেগুলোর নিয়ম ভিন্ন।
১৭ নাম্বার	নাকের গহ্বর (বাঁশী) হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়- اِنَّ - اَنَّ - اَمَّ ইত্যাদি।

ওয়াক্‌ফের চিহ্ন ও তার বিবরণ

[আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত হাফেজী (লক্ষ্ণৌ ছাপা) আল-কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত ওয়াক্‌ফের চিহ্নগুলো অত্র মাসহাফে অনুসরন করা হয়েছে।]

নং	চিহ্ন	বিবরণ
১	○	'ওয়াক্‌ফে তাম' তথা পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্‌ফ নির্দেশক হিসেবে প্রতিটি আয়াতের শেষে এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং, চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। কিন্তু যদি ওয়াক্‌ফে তামের উপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকে [যেমন- ○ۙ ○ۖ ○ۛ ○ۗ ○ۘ ○ۚ] তবে সেই চিহ্ন অনুযায়ীই পড়তে হবে।
২	ۘ	'ওয়াক্‌ফে লাযেম' - এখানে ওয়াক্‌ফ করা আবশ্যক। ওয়াক্‌ফে লাযেমের স্থানে ওয়াক্‌ফ না করলে বিপরীত অর্থ হয়ে যেতে পারে।
৩	ط	'ওয়াক্‌ফে মুতলাক্ব' - এখানে ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয়ই জায়েজ, তবে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।
৪	ز	'ওয়াকেফ মুজাওয়ায' - এখানে ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয়ই জায়েজ, তবে না করা উত্তম।
৫	ص	'ওয়াক্‌ফে মুরাখ্‌খাস' - এখানে ওয়াক্‌ফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়ার প্রয়োজন পড়লে ওয়াক্‌ফ করা যায়।
৬	قف	'ওয়াক্‌ফে আমর' - এটা ওয়াক্‌ফ করার জন্য নির্দেশ করে।
৭	ق	'ক্বিলা আলাইহি ওয়াক্‌ফুন' - এখানে ওয়াক্‌ফ করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে ওয়াক্‌ফ না করা ভালো।
৮	لا	'লা ওয়াক্‌ফা আলাইহি' - এ চিহ্নটি ওয়াক্‌ফ না করার নির্দেশক।
৯	صل	'কাদ ইউসালু' - কোনো কোনো সময় এতে ওয়াক্‌ফ করা হয়। এমনিতে মিলিয়ে পড়াই উত্তম।
১০	صلے	'ওয়াসলে আওলা' - এরূপ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম। ওয়াক্‌ফ করলেও ক্ষতি নেই।
১১	سكته	'সাকতাহ' - এ স্থানে স্বর ভঙ্গ করতে হয়। নিঃশ্বাস ভঙ্গ করতে হয় না। অর্থাৎ, নিঃশ্বাস না ছেড়েই ওয়াক্‌ফ করবে এবং পুনরায় পড়া শুরু করবে।
১২	وقفة	এ স্থানে সাকতার ন্যায় এমনভাবে পাঠ করবে যেনো ওয়াক্‌ফের অধিক নিকটবর্তী হয়; শ্বাস ছাড়বে না।
১৩	ۛ	'মু'আনাকা' - এ চিহ্ন শব্দ বা বাক্যের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে আসে। পড়ার সময় প্রথম জায়গায় ওয়াক্‌ফ করলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। আর দ্বিতীয় স্থানে ওয়াক্‌ফ করলে প্রথম স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ, যেকোনো এক স্থানে মিলিয়ে পড়তে হবে। মোতাকাদ্দেমীনের নিকট হাশিয়াতে মু'আনাকার পরিচয় এরূপ مَعْ চিহ্ন দ্বারা ১৬ জায়গায় এবং মোতাআখখেরীনের নিকট এরূপ مُعَانَقَةٌ চিহ্ন দ্বারা ১৮ জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু কুরআনে নিম্নোক্ত চারটি ওয়াক্‌ফের চিহ্ন দেখা যায়, যেগুলোর সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অত্র মাসহাফে সেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি।

(১) وَقْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – م (২) وَقْفُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ – صـ (৩) وَقْفُ غُفْرَانَ – غ (৪) وَقْفُ مَنْزِلٍ – ل

রুকূ'র স্থানে সাংকেতিক নম্বর

রুকূ'র স্থান বরাবর মূল পৃষ্ঠার পাশে (হাশিয়ায়) বড় আকারে লিখিত ع হরফের উপরের সংখ্যাটি সূরার রুকূ'র ক্রমিক নম্বর, নিচেরটি পারার রুকূ'র ক্রমিক নম্বর এবং মধ্যখানের সংখ্যাটি দুই রুকূ'র মধ্যবর্তী আয়াত সংখ্যা।